

রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

খ. বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি

কুরআন কারীমে বারংবার ইরশাদ করা হয়েছে যে, উম্মাতের ‘তায়কিয়া’ই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মূল মিশন এবং ‘তায়কিয়া’য়ে ন্যাস-ই সফলতার মূল। মহান আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে ‘তায়কিয়া’ (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন।”[1]

অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে উম্মাতকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া ও ‘তায়কিয়া’ বা পরিশোধন করাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মূল মিশন। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: “সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে ‘তায়কিয়া’ (পবিত্র) করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।”[2] আরো বলা হয়েছে: “নিশ্চয় সাফল্য লাভ

করবে যে ‘যাকাত’ (পবিত্রতা) অর্জন করে। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।”[3]

‘তায়কিয়া’-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তায়কিয়া শব্দটি ‘যাকাত’ থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে ‘তায়কিয়া’ অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাস ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তায়কিয়া করেন। তাবীয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।[4]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই ‘তায়কিয়া’-র অন্তর্ভুক্ত; কারণ সকল কর্মই মুমিনকে কোনো না কোনোভাবে পবিত্র

করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলির প্রতি কুরআন ও হাদীসে বিশেষ

গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: “হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।”[5]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: “জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ।”[6]

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপরে বেলায়াতের পথের যে ৮ পর্যায়ের কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিই তাকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পর্যায় ও কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে। মনকে শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনোচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলি বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলি করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলির ফরয ও নফল পর্যায় আছে। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শিরক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভ্রামি ছাড়া কিছুই নয়।

ফুটনোট

- [1] সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৪।
- [2] সূরা শামসঃ ৯-১০।
- [3] সূরা আ'লাঃ ১৪-১৫।
- [4] তাবারী, তাফসীরে তাবারী (জামিউল বাইয়ান) ১/৫৫৮।
- [5] সূরা ইউনুস ৫৭। আরো দেখুন সূরা বানী ইসরাঈল ৮২ ও সূরা ফুসসিলাত ৪৪ নং আয়াত।
- [6] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৮; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১২১৯।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8722>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন